মেহেরপুরে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কেক কাটা ও আলোচনা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর পৌর ঈদগাহ পাড়াস্থ জেলা বিএনপি কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির সভাপতিত্বে কেক কাটা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ।

জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দীন এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপি’র সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি নেতা সিরাজুল ইসলাম, জেলা যুবদল সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, যুবদল নেতা রবি, জেলা ছাত্রদলের সহ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম (মিন্টু), পৌর ছাত্রদলের নেতা বিল্লাল হোসেন, উজ্জল হোসেন, লিটন, ফুড়তি, সাব্বির হোসেন, আবের, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের নেতা ইয়াসিন আলী, বাছিম উদ্দীন, জেলা নবীন দলের দপ্তর সম্পাদক সোহাগ আলী, সাকিব, হাসানুর, নাদিমসহ জেলা ছাত্রদলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই নেতৃবৃন্দ বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে শ্লোগানে মুখরিত করে তোলে কার্যালয়ে।

পরে কেক কেটে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেন নেতৃবৃন্দরা। বেগম খালেদা জিয়াসহ দেশব্যাপী সকল সদস্যদের সুস্বাস্থ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরে জাতীয় পার্টির ৩৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২০২২ উপলক্ষে আলোচনা সভা আনন্দ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।
গতকাল শনিবার বিকেল ৩ টার সময় জেলা জাতীয় পার্টির আয়োজনে বড় বাজার কাথলী বাসস্টান্ডে জেলা জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গনে এ আলোচনা সভা ও আনন্দ মিছিলের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ সুমন পারভেজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব আব্দুল হাদী। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সদর পৌর জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল মান্নান।
এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি মোঃ আরিফ বিল্লাহ, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফারুক মল্লিক, জাতীয় মহিলা পার্টির আহ্বায়ক মোছাঃ মনিরা ইয়াসমিন, যুগ্ন আহবায়ক মোছাঃ আসমা খাতুন, জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আনারুল ইসলাম, মোঃ ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মিঠু আহাম্মেদ, জেলা যুব সংহতির আহবায়ক মোঃ মাহমুদুল হাসান, শ্যামপুর ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সভাপতি, মোঃ শরিফুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোঃ তাহাজ উদ্দিন সহ প্রমুখ।

গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজকে

দুর্নীতিমুক্ত করতে মানববন্ধন

ফিরিয়ে দাও,আমার গৌরবময় গাংনী হাইস্কুল। ঐতিহ্যবাহী গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজকে দুর্নীতিমুক্ত, জাতীয়করণ, ও শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সর্ব সাধারণের উপস্থিতিতে বিশাল মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী বাসষ্ট্যান্ড শহীদ রেজাউল চত্বরে স্থানীয় জনতা ও হাই স্কুল বাঁচাও আন্দোলন ফোরামের আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।আন্দোলনের আহ্বায়ক ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি শাহিদুজ্জামান শিপুর নেতৃত্বে বিশাল মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
গাংনী হাইস্কুল বাঁচাও আন্দোলন ফোরামের সভাপতি বাবুল আক্তারের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে গাংনী হাইস্কুলের দুর্নীতিবাজ সভাপতি মোশারফ হোসেন ও প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন,গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক (গাংনী হাইস্কুলের ৭৭ তম ব্যাচের ছাত্র) নজরুল ইসলাম,গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী পৌর বিএনপির সেক্রেটারী মকবুল হোসেন মেঘলা, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবল, পৌর আওয়ামীলীগের সেক্রেটারী আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী পৌর কৃষকলীগ নেতা রিন্টু, সাহারবাটি ◌্ইউপি’র নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, গাংনী পৌর সভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র(কাউন্সিলর) নবীরউদ্দীন, ফোরামের সদস্য সচিব রোকুনুজ্জামান প্রমুখ্।
দেড়ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গাংনী উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিতঅতি পুরাতন ঐতিহ্যবাহী গাংনী পাইলট হাই স্কুল এন্ড কলেজ। এই স্কুলটি এখন তার গেীরবের উজ্জ্ল ইতিহাস হারাতে বসেছে। দুর্নীতিবাজ সভাপতি মোশারফ হোসেন অবৈধভাবে দীর্ঘ ১৫-১৬ বছর যাবত তার ভগ্নিপতি অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনকে নিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করে স্কুলটিকে নিঃ শেষ করে দিয়েছে। স্কুলের আয় ব্যয়ের জন্য ব্যাংক হিসাব থাকলেও ব্যাংকে কোন টাকা পয়সা নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা টাকার বিনিময়ে ইতোমধ্যে অবৈধভাবে শাখা শিক্ষক হিসাবে ৬০-৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দিলেও তাদের এমপিওভুক্তি দিতে পারেনি। উক্ত বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান, সাংস্কৃতিক চর্চা, বিনোদন নেই বললেই চলে। লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে স্কুলের সুনাম নষ্ট করেছে। বিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ টাকা স্কুলের উন্নয়ন না করে তাদের নিজেদের উন্নয়ন করেছে। শালা দুলা ভাই মিলে স্কুলটিকে জিম্মি কেও ফেলে

বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত করেছে। বক্তারা আরও বলেন, দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি কে অবিলম্বে পদত্যাগ করারও আহ্বান জানান। নইলে গলা ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের কেও দেয়া হবে বলেও হুশিয়ারি দেয়া হয়।
স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করা হবে।মানববন্ধনে গাংনী হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও অভিভাবকবৃন্দ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ হাজার হাজার সচেতনমহল উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর স্টার ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে ভুল অস্ত্রোপচরে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ

মুজিবনগর স্টার ক্লিনিক ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে চিকিৎসকের ভুল অস্ত্রোপচরে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ করেছে স্বজনরা। শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশুর স্বজন ও ক্লিনিক সূত্রে জানা গেছে, গতরাত সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার বোয়ালমারী গ্রামের ফকির পাড়ার সামাদুলের স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠলে মুজিবনগরে মুজিবনগর স্টার ক্লিনিকে নিয়ে আসে। রাত সাড়ে১১ টার দিকে ক্লিনিকের ডাক্তার রিচার্ড সরেন রোগীর সিজারিয়ান অপারেশন করেন।

এ সময় শিশুর অবস্থা খারাপ হওয়ায় শিশুটিকে বল্লভপুর মিশন হাসপাতালে রেফার্ড করেন। বল্লভপুর মিশন হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎক তাকে মৃত ঘোষনা করেন। এ ঘটনা নিয়ে গতকাল শনিবার সকালে মৃত শিশুর স্বজনরা ক্লিনিক অবরোধ করেন এবং ক্লিনিক মালিক ও চিকিৎকের বিচার দাবি করেন। রোগীর সাথে থাকা মৃত শিশুর নানী বলেন, আমার মেয়ে ৭ মাসের গর্ভবতী ছিল। গত শুক্রবার সাড়ে ৯ টার দিকে তার হালকা ব্যথা উঠলে আমরা ক্লিনিকে নিয়ে আসি।

ভর্তিকরার পরে তাকে একটি স্যালাইন দেওয়া হয়। স্যালাইন দেওয়ার পরে তার আর কোনো ব্যথা ছিল না। পরে রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ক্লিনিকের ডাক্তার রিচার্ড সরেন রোগীর আল্ট্রাসনো করে স্বজনদের কোন কিছু না জানিয়ে রোগীর সিজার করেন।

সিজার করার পরে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে বল্লভপুর হসপিটালে নিয়ে ইনকিউবেটরে রাখার জন্য বলেন, বল্লভপুর হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে সেখানকার ডাক্তার বাচ্চা মারা গেছে বলে জানান। তিনি বলেন আরো বলেন, ৭ দিন আগে মায়ের আল্টাসনো করা হয়েছে, সেখানে বাচ্চার কোন সমস্যা ছিল না। ডাক্তার কেন আমাদের না বলে সাত মাস বয়সেই বাচ্চা সিজার করল। ঐ ডাক্তারের কারণে আমাদের বাচ্চা টি মারা গেছে। আমরা ডাক্তার এবং ক্লিনিক মালিকের বিচার চাই।

এ বিষয়ে ডাক্তার রিচার্ড সরেন বলেন, আলট্রাসনো করার পর দেখা যায় গর্ভবতী মা ও বাচ্চা অসুস্থ এবং পেটের ভিতর বাচ্চা উল্টো অবস্থায় আছে এবং কোন পানি নাই মা এবং বাচ্চা দুটো ঝুঁকির মধ্যে ছিল এজন্য ইমার্জেন্সি ভাবে রোগীর স্বজনদের সাথে আলাপ করে দ্রুত সিজার করা হয়। এসময় বাচ্চা অসুস্থ হওয়ায় তাকে দ্রুত বল্লভপুর হসপিটালে ইনকিউবেটরে রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু রোগীর স্বজনরা নিয়ে যেতে দেরী করার কারণে হয়তো বাচ্চা টি মারা গিয়েছে। তবে মা এর অবস্থা এখন ভালো অবস্থায় আছে।
এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, বিষয়টি শুনেছি এবং সাথে সাথে একজন পুলিশ অফিসারসহ কয়েক জন পুলিশ সদস্য ওই ক্লিনিকে পাটিয়েছিলম। তবে কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপক্ষে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরে মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটি বাতিলের দাবিতে আবারো সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতিকে বিতর্কিত উল্লেখ করে কমিটি বাতিলের দাবিতে আবারো সংবাদ সম্মেলন

করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা।

শনিবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে মুক্তিযোদ্ধারা এ সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব:) আব্দুল মালেক।

তিনি বলেন, আমরা আগেও বলেছি জামুকার নির্দেশনা না মেনে মেহেরপুর সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটি করা হয়েছে। তিনি বলেন, নির্দেশনায় বলা আছে, ভারতীয় তালিকাকে আমলে নেওয়া হয়নি। বিতর্কিত লালমুক্তি বার্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যাকে সভাপতি করা হয়েছে, তিনি হলেন মোঃ হুমায়ুন কবির (আরজু) ।

তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। তাঁর ভারতীয় প্রশিক্ষন নেই। গত ৩০ জানুয়ারী ২১ ইং◌ং তারিখে যাচাই-বাচায়ে তার নাম এসেছিল। পরে অলৌকিক ভাবে তার নাম বাদ যায়। তখন তাকেই সভাপতি করা হয়েছিল।

ক্ষমতাসীনরা প্রশাসনের সহায়তায় এবারও অনলাইন মুক্তি যোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি হিসেবে হুমায়ুন কবির আরজুকে সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। সভাপতি হয়ে তিনি আবার অনলাইন দরখাস্তকারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যায়ন পত্র দিয়ে নগদ অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ ধরণের দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিতে কিভাবে চলতি যাচাই বাচাই কমিটির সভাপতি করা হয় তা আমাদের বোধগম্য নয়। ‘বানরের কাছে রুটি ভাগ করতে দেওয়া’র মত অবস্থা।

আব্দুল মালেক বলেন, গেল বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি বাতিলের দাবিতে ২২ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলন করি। পরবির্তেতে ২৬ সেপ্টেম্বর আমরা মানবন্ধন করি। তারপরও প্রশাসন অবৈধ কমিটি বাতিল না করে কালক্ষেপণ করতে থাকে।

গত ২৯ ডিসেম্বর হঠাৎ রাত্রিতে মাইকিং করা হয় যাচাই বাছাইয়ের জন্য। পরদিন জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করি কমিটি বাতিলের জন্য তবুও কমিটি বাতিল না করে আজ ১ জানুয়ারি থেকে যাচাই বাছাই শুরু করা হয়েছে। অচিরেই এই অসৎ, অযোগ্য কমিটি বাতিল করে, সৎ ও যোগ্য কমিটি গঠন করে যাচাই-বাচাই করার আহবান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, উমেদীন আলী, আনোয়ার হোসেন, হেকমত আলী, আবু শহিদ, আহাদ আলীসহ ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

মুজিবনগরে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ সবুজ মিয়া(২৫) নামের এক মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।শনিবার দিবাগত রাত ১:৪৫ মিনিটের দিকে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের খালপারা বাবুল শেখের বসত বাড়ির দক্ষিন পাশের খেলার মাঠ থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত সবুজ মিয়া মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।
থানা সূত্রে জানা গেছে,সবুজ মিয়া ইয়াবা বিক্রির উদ্যেশে কোমরপুর খালপারা বাবুল শেখের বসত বাড়ির দক্ষিন পাশের খেলার মাঠে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার এসআই বিপ্লব কুমার হালদার, এস আই সুবাস, এএআই নাজমুল সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন সময়ে সবুজকে দেখতে পেলে তার শরিল তল্লাশী করে তার কাছ থেকে ৫০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।পরে তাকে আটক করে মুজিবনগর থানায় নিয়ে আসা হয়।
মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদি রাসেল বলেন, আটককৃত ব্যাক্তির নামে মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা পক্রিয়াধীন চলছে।

মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলার উদ্বোধন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৩ দিন ব্যাপী বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে ৩ দিন ব্যাপী বই মেলার

আয়োজন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা বইমেলার উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল হুদা, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবু সাঈদ, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হাসান, মাশতুরা আমিনা, নাহিদ হোসেন, মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয ও বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আখতারুজ্জামান, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। মেলায় মোট ২৭ টি স্টল স্থান পেয়েছে। এসময় অতিথিরা মেলার স্টল পরিদর্শন করেন।

মেহেরপুর আশরাফপুরে এক পরিবারের ৩ জনকে পিটিয়ে আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামে পারিবারিক বিরোধের জেরে আঃ সালাম, রুপা খাতুন ও রাসেল নামের তিনজনকে পিটিয়ে গুরুত্বর আহত করার অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার আবুল শেখের ফিরোজ, শওকতের ছেলে হাসান, সিরাজের ছেলে শাইদুল ইসলাম, আবুল শেখের ছেলে মিজান, সিরাজের ছেলে তারিকুল ইসলাম ও ফিরোজের মেয়ে তানিয়া খাতুনের বিরুদ্ধে। সকাল ১১টার দিকে আশরাফপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এসময় একটি ট্রাক্টর, দুটি গরু, একটি স্বর্ণের চেইন ও বাড়ি ঘর ভাংচুরের অভিযোগ তুলেছে ভুক্তভূগীরা। তারা আরও অভিযোগ করে বলেন, বর্তমান চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম ও তার ছেলে লিজনের ক্ষমতার দাপটে তারা এই ছিনতাই ও হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে।

ট্রাক্টর চালক আরিফ বলেন, পিরোজপুর থেকে মহাজনপুর এলাকায় ইটের খোয়া বহন করছিলাম। এমন সময় হাসান ও ফিরোজসহ ৮-১০ জন এসে আমার কাছ থেকে ট্রাক্টর ছিনিয়ে নেয়। এসময় আমি বাধা দিতে গেলে তারা

জোরপূর্বক ট্রাক্টরটি নিয়ে চলে যায়।

এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি এজাহার দাখিল করা হয়েছে। এজাহার সূত্রে জানা গেছে, রাসেল ও তানিয়া স্বামী স্ত্রী। তানিয়ার অবাধ্য চলাফেরার কারণে তাদের পারিবারিক ঝগড়াঝাটি হয়। একারণে আনুমানিক ২০দিন আগে রাসেলের শশুর ফিরোজ সহ হাসান, শাইদুল ইসলাম, মিজান, তারিকুল ইসলাম রাসেলের বাড়ি থেকে তানিয়াকে জোরপূর্বক বাড়িতে নিয়ে যায়।

পারিবারিক ঝগড়াঝাটিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে ফিরোজ, হাসান, শাইদুল, মিজান, তারিকুল বাঁশের লাঠি, লোহার রড,জিআই পাইপ, কাঠের বাটাম,শাবল নিয়ে রাসেলের বাড়িতে প্রবেশ করে গালাগালি করতে থাকে। এসময় রাসেল তাদের কথার প্রতিবাদ করলে তারা রাসেলকে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে।

এসময় রাসেল মাটিতে পড়ে গেলে ফিরোজ তার মাপলার রাসেলের গলায় পেচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করে। রাসেলের চিৎকারে রাসেলের বাবা সালাম এগিয়ে এলে তাকেও এলোপাতাড়ি পিটিয়ে গুরুত্বর আহত করে। এসময় রাসেলের মা রুপা খাতুন তাদের ঠেকাতে গেলে হাসান তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে এবং রুপা খাতুনের চুল ধরে টেনেহিচড়ে মাটিয়ে ফেলে পিটিয়ে আহত ও শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে। এসময় শাইদুল ইসলাম রুপা খাতুনের গলায় থাকা ৮ আনা ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয়। এর আগে উপরোক্ত ব্যক্তিরা নুরপুর মোড় থেকে রাসেলের ট্রাক্টর এবং বাড়ি থেকে দুটি গরু জোরপূর্বক নিয়ে যায়।

গাংনীতে পুত্রবধুর অত্যাচারে শাশুড়ির বীষপান

পুত্র বধুর নির্যাতন সইতে না পেরে বীষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন শাশুড়ি আশেদা খাতুন (৪৫) আশেদা খাতুন গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের ওসমান আলীর স্ত্রী।
আজ শুক্রবার (৩১ ডিসেম্বর) বেলা ১২ টার সময় বীষপান করেন আশেদা

খাতুনের স্বামী ওসমান আলী জানান, আমার একমাত্র পুত্রবধু কাকলী খাতুনের সাথে প্রতিদিনই ঝগড়া ঝাটি লেগেই আছে। আজ বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে শাশুড়িকে অকথ্য ভাষায় গালিগাল করলে ক্ষোভে বীষপান করে। সাথে সাথে আশেদাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসলে তার বীষ উত্তোলন করেন ডাক্তার।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত স্যাকমো সোহাগ হোসেন জানান বর্তমানে সে সুস্থ্য আছে।

মুজিবনগরে গৌরীনগর হাফিজিয়া মাদ্রাসা এতিমখানা ও লিল্লাহ্ বোর্ডিং এর উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গৌরীনগর হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা লিল্লাহ বোডিং এর শুভ উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের মুজিবনগর মেহেরপুর প্রধান সড়ক গৌরীনগর ফুটবল খেলার মাঠের পার্শ্বে স্থাপিত গৌরিনগর হাফিজিয়া মাদ্রাসা এতিমখানা ও লিল্লাহ বোডিং এর উদ্বোধন করা হয়।
অত্র মাদ্রাসার সভাপতি ও আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন পরে মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে ফরিদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায়, মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সাবেক প্রভাষক বাকের আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক আবুল কালাম আজাদ ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ওলামা পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সম্পাদক মুফতি মো: হাফিজুর রহমান, মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুবুল আলম রবি, সাবেক চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারি বকুল, জেলা পরিষদ সদস্য আজিমুল বারি মুকুল, ম্যানেজিং কমিটির সহ সভাপতি হুমায়ুন কবির বাবু।
এ সময় এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক ও

ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন। পরে সেখানে মাদ্রাসার সাফল্য কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।